15-7-1949
মায়াপুরী
পিকচার্স লিঃ এর
প্রথম নিবেদন-
তিলোত্তমা

শ্রীহরিপদ পাল চৌধুরী, শ্রীগিরি মোহন মল্লিক ও শ্রীসন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনায়

মায়াপুরী পিকচার্স লিঃ-এর

প্রথম চিত্রার্ঘ

তিলোত্তমা

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা ও নৃত্য পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ রায়

গীতিকার : তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়
চিত্রশিল্পে পরামর্শ দাতা : পঞ্চানন চৌধুরী
প্রধান চিত্রশিল্পী : দশরথ বিশাল
শব্দ যন্ত্রী : জে, ডি, ইরানি ও শিশির চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশক : সাধন লাহিড়ী
নৃত্য শিক্ষক : পিটার গোমেশ
সম্পাদক : রবীন দাস
চিত্র পরিস্ফুটক : ধীরেন দাসগুপ্ত
রূপ সজ্জাকর : মডার্ণ ড্রেস কোঃ ও ডি, আর মেকআপ ইণ্ডাষ্ট্রীজ
বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণে নির্দেশক : প্রমোদ সরকার
ঐ প্রধান কর্মী : মাখন বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ম সচিব : শৈলেন পাল
ব্যবস্থাপক : প্রভাত দাস
ষ্টুডিও নিয়ন্ত্রক : অজিত সেন
স্থিরচিত্রশিল্পী : সত্য সান্যাল
প্রচার সচিব : ডাঃ নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়

সহকারীবৃন্দ :
পরিচালনায় : শৈলেন নিয়োগী
সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রধর ঝা ও শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী
সঙ্গীতে : রতন সেনগুপ্ত ও মাষ্টার শেখর রায়
চিত্রগ্রহণে : বিমল চৌধুরী
শব্দানুলেখনে : ধরণী রায় চৌধুরী
শিল্প নির্দেশনায় : রবি ঘোষ
সম্পাদনায় : গোবর্ধন অধিকারী
চিত্র পরিস্ফুটনে : শম্ভু সাহা, সামান্ত রায় ও ননী চট্টোপাধ্যায়
রূপসজ্জায় : অক্ষয় দাস, ভেঁাট দিগেন মুখোপাধ্যায় কার্তিক ও ফকির
বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণে : মণ্টু সিংহ ও মনোরঞ্জন দত্ত
সহযোগী কর্মসচিব : অমূল্য রায় চৌধুরী ও অ[illegible] বসু
প্রচারে : শ্রীমতী গঙ্গামনি শীল

আবহ সঙ্গীত : মিঃ নিউম্যান পরিচালিত এইচ, এম, ভি, অর্কেষ্ট্রা

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দ যন্ত্রে গৃহীত

প্রধান ভূমিকায় :

নীতিশ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন পাল, সুজিত চক্রবর্তী, তিলোত্তমা চট্টোপাধ্যায়, উমা গোয়েঙ্কা, অজন্তা দেবী

সহযোগী ভূমিকায় :

রঞ্জিৎ রায়, নবদ্বীপ হালদার, আশু বোস, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জীবন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধন লাহিড়ী, পূর্ণ দাস, প্রভাত বোস, কালী চক্রবর্তী, রাধারমণ পাল, শম্ভু মজুমদার [এ্যাঃ], গোপন মুখোপাধ্যায়, পূর্ণ কর, অবনী, ব্রজেন এবং মনোরমা [এন-টি], অন্নপূর্ণা, হাসি, যমুনা সিংহ, লীলা, শোভা, দীপিকা, সুধা, রতি, রমা আরও অনেকে।

একমাত্র পরিবেশক : **কোয়ালিটি ফিল্মস**

তিলোত্তমা

প্রবল পরাক্রমে তারা হিংস্র, লোভে তারা অন্ধ, লালসায় তারা উন্মাদ, সৌন্দর্যে তাদের ঈর্ষা; কিন্তু তবু দৈত্যাধিপতি সুন্দ ও ভ্রাতা উপসুন্দের একতা আদর্শ স্থানীয়।.........

ইন্দ্রের ইন্দ্রাণীর রূপ যৌবন তারা মানস চক্ষে দেখে মুগ্ধ হয়। স্বপ্নে তারা দেখে ঘুমপরীরা এসে রূপসী শচীরাণীকে ধীরছন্দ নৃত্যে ও ঘুমপাড়াণী গান গেয়ে তার চোখে ঘুম এনে দেয়। ধৈর্য তারা হারিয়ে ফেলে। ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে তাদের প্রাণ। উত্তেজিত উপসুন্দ বলে বাহুবলে স্বর্গরাজ্য জয় করে ইন্দ্রাণীকে লাভ করবে। সুন্দ জানে অমরত্ব না পেলে স্বর্গরাজ্য জয় সম্ভব নয়। উপসুন্দকে অনুচর ক'রে দৈত্যরাজ গভীর অরণ্যে সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভের আশায় বহুবর্ষ ব্যাপী ব্রহ্মার ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে রইল।.........ছলায় কলায় ধ্যান ভঙ্গ ক'রতে মায়া নারীদের তাদের

কাছে প্রেরণ ক'রলেন শঙ্কিত দেবরাজ। কিন্তু ব্যর্থ হ'ল সে কৌশল। দৈত্য ভ্রাতৃদ্বয়ের বহুবর্ষ ব্যাপী এই কঠোর সাধনায় সন্তুষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মা অমরত্ব বর না দিলেও তাদের বর দিলেন "ভেদ যবে হ'বে দু'ভাই তবে মৃত্যু হবে"।.........

বর পেয়ে তারা আরও উশৃঙ্খল হ'য়ে ওঠে। বাল-বৃদ্ধ-বনিতার উপর তাদের অহেতুক অত্যাচার হ'ল দুর্নিবার। জন সাধারণ ত্রাসে শঙ্কায় পালিয়ে যায় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। নিরাসক্ত যোগী ব্রাহ্মণ অত্যাচারে জর্জরিত হ'য়ে অভিশাপ দেয়—"ভেদ হবে দুই ভ্রাতা সনে, দুই জনে ঘটাইবি মৃত্যু দু'জনার"। মদগর্বে গর্বিত অসুর উপহাসের হাসি হাসে। ত্রিভুবন কেঁপে ওঠে সেই হাসির রণনে।.........

অসুর ভ্রাতৃদ্বয় স্বর্গের দ্বারে হানা দেয় তবু স্বর্গবাসী দেবকুল বিলাস ব্যাসনে আত্মহারা হ'য়ে থাকেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাদের হস্তে বন্দী হন; কিন্তু লক্ষ্য তাদের ইন্দ্র নয়, ইন্দ্রাণী। শচী দেবী স্বীয় মর্যাদা রক্ষা কল্পে নিজ হস্তে অস্ত্র তুলে নেন্। কিন্তু বৃথা হয় সে চেষ্টা। ইন্দ্রাণীও বন্দী হন।.....স্বর্গ রাজ্য জয়ের পর দৈত্যদ্বয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'তে চলল। অবস্থা বিপর্যয়ে দেবতাদের কণ্ঠে ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে। অনন্যোপায় হ'য়ে তারা নারায়ণের আবির্ভাব ও সাহায্য প্রার্থনা করেন।.....নারায়ণ নির্যাতিতা ধরিত্রীকে দেখে ও সমস্ত শুনে বিচলিত হ'য়ে ওঠেন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে তিনি আদেশ করেন,

"সৃজন করিতে হবে নারী রত্ন ধন
ত্রিজগত হ'তে সমস্ত সৌন্দর্য রাশি
তিল তিল করি আহরণ
গড়িতে হইবে সেই সৌন্দর্য প্রতিমা"

এই আদেশ অনুসারে সৃষ্টি করেন **তিলোত্তমাকে**।.....

সেই অপরূপ রূপবতী, নৃত্য-গীত পটিয়সী যুবতী সুন্দ ও উপসুন্দের মৃত্যুর কারন হয়। ফলে রক্ষা হল স্বর্গরাজ্য, রক্ষা হল দেবকুলের সম্মান; কিন্তু সে নিজে পেল কী পুরস্কার, কতটুকু পেল সে প্রতিদান??

গান

(১)

জাগো যৌবন, জাগো চঞ্চল
জাগো মধু নৃত্যের ছন্দ
ওগো সুন্দর, ওগো সুমধুর
জাগো জাগোরে নয়নানন্দ।
আজি উদ্দাম তব গতিতে
দূরে ফেলে দাও মরা অতীতে
ঘুচাও সকল মলিন দীনতা
ঘুচাও কুটিল দ্বন্দ্ব॥
নূতন বীণার নব ঝঙ্কারে জাগাও সুপ্ত হিয়াটি মোর
নব সূর্যের উজল রাঙিমা করুক দুঃখ রজনী ভোর
আজি নব বসন্ত জাগে গো
ঐ রাঙা কিংশুক রাগে গো
ক্রন্দন নহে হাসির আঘাতে
দূরে যাক নিরানন্দ॥

(২)

দিল দোল, দিল দোল, দিল দোল
আজি মনেরই দোলায় দিল দোল
চঞ্চল হিয়া হল আনন্দে হিল্লোল।
সুন্দর এস কাছে, বাঁধ প্রেম বন্ধনে
আজি মধু রাতি যেন নাহি যায় ক্রন্দনে
যাহা কিছু দুঃখময় সব ঘুচে হ'ক লয়
জাগুক কণ্ঠে শুধু নব গীতি কল্লোল॥

(৩)

ঘুমের ছায়া আয়রে নেমে
শান্ত কুজন নিঝুম রাতে।
ক্লান্তি হরা শান্তি ধারা
আসুক নেমে তোমার সাথে॥

(৪)

আজ ফাগুনে ফুল কাননে
ভোমরা বঁধু ওগো জানায় প্রীতি।
তারা ফুলের মালা গেঁথে
নতে জাগে শুক্লা তিথি॥

(৫)

পিঙ্গ—ওরে ওরে যাসনে, আমায় ফেলে যাসনে
আমার প্রাণ প্রেয়সী, দেখন হাসি,
খড়্গ—না না যাব না, তোমায় ফেলে আমি যাব না
তোমায় আমি ভালবাসি।
পিঙ্গ—তাই মজে আছি তোমার প্রেমে
দিয়েছ গলায় ফাঁসি॥
খড়্গ—ভয় নেই গো আমি তোমার
আর করুতো নয়,
পিঙ্গ—তাইতো তোমায় হারাই পাছে
সদাই আমার ভয়,
খড়্গ—পুরুষ মানুষ ভয় কি কথা, ছিঃ
ভয় কোর না মোটে
পিঙ্গ—তোমার কথায় বুক বেঁধেছি
চলব এবার ছুটে
খড়্গ—ছুটে চল রইব আমি তোমার পাশাপাশি
তোমার শ্রীচরণের দাসী॥

(৬)

নব সুরে নব রঙে বসন্ত জাগলো
নৃত্য ছন্দে তার মনে দোলা লাগলো।
কুসুমের কানে কানে
অলিকুল ক'য়ে যায়
"জাগো ওগো সুন্দরী
লগন যে বয়ে যায়"
তাই বুঝি ক্ষণে ক্ষণে, চঞ্চল হিয়া তার
অনুরাগ রঙে রাঙলো॥

(৭)

তোমার প্রাণে আমার প্রাণে
লাগিল কি প্রেমের দোলা,
মনের কথা রইল মনে
বলতে গিয়ে হয়নি বলা।
তুমি আমার প্রাণের বঁধু,
দেখব তোমার রূপটি শুধু,
তোমায় মোরা বাসব ভালো
দুলিয়ে দেব গলায় মালা।

(৮)

জাগো নারায়ণ, জাগো চক্রধারী
ব্রহ্ম সনাতন ত্রিলোক শাসন,
জাগো হে গোলক বিহারী।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম লয়ে হাতে
জাগো হে রুদ্ররূপে অসুর নিপাতে
জাগো হে জনার্দ্দন শ্রীমধুসূদন,
বিরাট পুরুষ তুমি হে মুরারী॥

(৯)

ভয় নাই, ভয় নাই, আর ভয় নাই
অসুর সংহারিতে বাঁচাতে নিপীড়িতে
ধ্বংস করিতে এল চক্রধারী ঐ।
রক্তধারা হেরি ব্যথিত ধরায়
সংহার মূরতী ঐ দেখা যায়
বাজায়ে শঙ্খ এল রুদ্র ভয়াল
সবারে শুনায়ে বলে মাভৈঃ মাভৈঃ।

(১০)

পিঙ্গ—ইষ্টগুরু তুমি আমার
আস্তে টেনো নড়াখানা
(তোমার) টানের গুনে পড়বে খসে
গুঁড়িয়ে যাবে হাড় ক'খানা।
খড়্গ—আ মরে যাই বুড়োমরা
রাখ ন্যাকামী তোর
বলছি আমি চল শীগ্‌গির
নয়তো দেখবি ঠোনার জোর।
পিঙ্গ—যেতে সরছে নাকো মন
তুমি ক'র না অমন
খড়্গ—না না না শুনব না কোন কথা
দেখব দেখতে কেমন দুটি ভাই
দেখব দেখতে কেমন।
পিঙ্গ—হায়রে হায় কেন মিছে বায়না ধরে
বাধাস রে তুই গোল,
ওরে আমার আধখানা প্রাণ
কচি আমের ঝোল
খড়্গ—যাবোই যাবো শুনব না তোর
ছিঁচ কান্নার বোল,
পিঙ্গ—এমন বিয়ে কেউ কোর না
করলেই খাবে ঘোল।

(১১)

কেগো আসিলে মনেরই মাঝে
পুলক জাগে এ মধু সাঁঝে
অরূপ রতন
লাগে শিহরণ
মুরতী তোমার হৃদয়ে রাজে।
প্রিয় হে আমার বঁধু হে আমার
খুলিয়া রাখি মনেরই দুয়ার
সাজায়ে ডালা
গাঁথিয়া মালা
দাঁড়ায়ে আছি পথেরই মাঝে॥

মায়াপুরী পিক্‌চার্স লিঃ-এর আগামী চিত্রদ্বয়

ছায়ানটী

রচনা ঃ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বিজুলিকা

রচনা ঃ

সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচালনা ঃ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

৮/২, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থিত মায়াপুরী পিক্‌চার্স লিমিটেড-এর পক্ষ হইতে ডাঃ নির্ম্মল গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

জগৎ প্রিণ্টার্স, ১০৩, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীশিবরাম গুহ, বি-কম্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ঃ দুই আনা।